সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

বিবি কুলসুম

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.8
Pages	257-266
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিবি কুলসুম

মুনীর চৌধুরী

১.০ মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা চারটি। এই এই শ্রেণীর রচনাকে ভিত্তি করে মীরের জীবনচিত্র আঁকতে হলে আরম্ভ করতে হয় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' দিয়ে। এই গ্রন্থের আত্মজীবনী-মূলক অংশের বর্ণনীয় বিষয় পিতামাতার দাম্পত্যজীবন ও নিজের বাল্যজীবনের কথা। 'আমার জীবনী'তে পাব কিশোর যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে কর্মজীবনের ফিরিস্তি। 'বিবি কুলসুম' মীরের দাম্পত্যজীবনের আরশী। গ্রন্থটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এইটেই মীরের সর্বশেষ রচনা। পরিপূর্ণ সুখের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে প্রিয়তম পত্নী কুলসুমের মৃত্যুতে। স্বামী শোকার্ত হৃদয়ে মৃত পত্নীর জীবনী রচনা করেছেন। আবেগের প্রবাহ প্রতিরোধ করার প্রবৃত্তিই তখন গ্রন্থকারের নাই। স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতির দ্বারা তাড়িত হয়ে লেখক ঘরের এবং মনের এমন অনেক ছোটবড় কথা লিখে গেছেন যা হয়ত অন্যরকম মানসিক অবস্থায় উল্লেখ না'ও করতে পারতেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভাষাকে বেগবান করে তুলেছে। অনুভূতির আন্তরিকতা সামান্য কথনকেও এক বিশেষ উষ্ণতা দান করেছে। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'আমার জীবনী'র পরই হয়ত 'বিবি কুলসুম' সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী রচনা। মীর-মানসের অবক্ষয়ের কালে 'বিবি কুলসুম'ই একমাত্র রচনা, যার মধ্যে গ্রন্থকারের পরিণত শিল্পচেতনার সকল চিহ্ন অবলুপ্ত নয়।

২.১ কুলসুম বিবির জন্মস্থান 'জিলা নদীয়ার মহকুমা কুষ্টীয়ার থানা নওপাড়ার বারখাদা গ্রাম'। দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১২৬৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ সদরদ্দী, ওরফে সদু সেখ। মাতার নাম লালন। বাল্যাবস্থায় কুলসুমের নাম ছিল কালী। নদীয়া জেলায় সে সময়ে অনেক মুসলমানেরই যে হিন্দু নাম রাখা হোত, সে কথা সবিস্তারে

ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা লেখক উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন যে কৃষ্ণনগর কুষ্টীয়ায় এক সামসদ্দীনকে সতীশ, মকদুমকে মদন বোলে সম্বোধন করা হোত। মুসলমান ছেলের নন্দ, গৌর, কালাচাঁদ, হরে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি নামও চালু ছিল।

২.২ প্রণয়ের উন্মেষ ও পরে পরিণয়ে পরিণতির বর্ণনায় গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব নাটকীয় বর্ণনাশক্তির অনুশীলন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর নবীন যুবক মীর মশাররফ হোসেন ঘোড়ায় চড়ে, বালিকা কুলসুমদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে, সালঘর মধুয়ায় পিতৃবন্ধু টমাস কেনীর কুঠীতে যাতায়াত করতেন। প্রায় তিন চার বছর কিছু ঘটে নি। তারপর ঃ

> একদিন বেলা দুই প্রহর সময় দেখি, আমাদের গ্রামের দক্ষিণের মাঝিদিগের পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। ফাল্গুন মাস, বাতাসও একটানা।...... একটি যুবতী একাই দৌড়িয়াছে, আগুনের তাড়না, তাহার পর দুইটা ঘোড়ার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়া ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর বাঁচাও বলিতেছে। দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।
>
> সেই যে দেখিলাম, চিনিলাম, পূর্বে দেখিয়াছি, আজ ঘটনাক্রমে দেখিলাম। ঘরপোড়া আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না, ঘোড়ায় তাড়া না করিলে আমার বক্ষের মাঝে লুকাইত না। অভয় দান করিলাম। বক্ষে বক্ষে স্পর্শ হইল। সে সুখে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রতি রক্তবিন্দুতে, আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া দেহ মন উষ্ণতর প্রবাহে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি দেখিতেছি কুলসুম কাঁপিতেছে। তাহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। আমার বক্ষে তাহার বক্ষ, আমার কণ্ঠে তাহার মস্তক।... ..

সে সময়ে এক 'রত্নবতী' ছাড়া লেখকের অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। মীরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু' প্রকাশিত হয় ১২৭৯তে। এই হিসাবে কুলসুমের বয়স তখম এগারোর বেশী হওয়ার কথা নয়। মীরের পঁচিশ। শতবর্ষ পূর্বের প্রেম তাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা অনুভব করে নি। তখনকার হৃদয়ের অনুভূতি বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন ঃ

> কুলসুম ভিন্ন জগতে আমার কেহ নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মালাদিগের ঘরপোড়া আগুনের কণামাত্র রহিল না। নির্বাণ হইয়াছিল। কিন্তু কুলসুম তাহার হৃদয়স্থ অগ্নি আমার হৃদয়ে যে পরিমাণ অনল ঢালিয়া গিয়াছিল তাহা কিছুতেই নির্বাণ হইল না। সে অদৃশ্য অনলের মহাশক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে কোন এক রাতে কৌশলে কুলসুমকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সকাল বেলা কুলসুম বিনদীয়ার হজরতের কাছে মুরিদ হলেন। সেই রাত্রেই মীর ইজ্জত আলী নেকাহ্ পড়ালেন। দেন মোহর ঠিক হয় পাঁচহাজার টাকা। নেকাহ্ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে সকলে পীরের উচ্ছিষ্ট সরবত পান করেন। সম্ভবতঃ এটা ১২৮০ সাল। ১২৮১তে কুলসুম বিবিকে সঙ্গে করে মীর সাহেব নিয়মিত যমুনা নদীতে নৌকাভ্রমণে বার হতেন। 'কত কথাই বলিতাম। কথা কিছুতেই ফুরাইত না।'

২.৩ দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে মীরের দাম্পত্যজীবন সুখে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রন্থকার স্বীকার করেন যে এই বিবাহের আগে তাঁর চরিত্রে অনেক প্রকার দোষ ঘটেছিল। প্রথম পত্নীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে গৃহে কোন শান্তি খুঁজে পান নি, দোকানে বাজারে ক্ষতিপূরণ অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। কুলসুম বিবির সঙ্গে ধর্মসঙ্গত মিলনই তাঁকে রক্ষা করে। প্রায় ছত্রিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনে কুলসুম বিবি একাদশ সন্তানের জননী হন। পতিপ্রেমলাভের সৌভাগ্য ঘোষণা করে কুলসুম নিজেই প্রতিবেশিনীকে বলেছেন ঃ

> দিদি. আমি আমার জীবনে ••• বিপরীত দেখিলাম। ক্রমে সন্তান সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভালবাসারও সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই বৃদ্ধি •••। ক্রমে দিন দিন বেশী আদর যত্ন।

প্রৌঢ় বয়সে স্বামীকে বলেছেন ঃ

> ধর্ম্মতঃ তোমার গা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, পূর্ব হইতে, আমার যৌবন কাল হইতে এখন তোমাকে চতুর্গুণ ভালবাসি। আর কিছুই নহে। সুখ ভোগ আমি যত করিয়াছি, স্বামীর ভালবাসা প্রেম আমি যত লাভ করিয়াছি, এই চক্ষে আমি কাহাকেও আমার সমান স্বামীসুখে সুখী খুঁজিয়া পাই নাই।

নিজের সুখের কথা জাহির করতে মীর সাহেব নিজেও কম আগ্রহশীল নন :

> ১২টার মধ্যে স্নান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাঁধা নিয়ম। একত্র আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। কাছারি হইতে আসিয়াই তাঁহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব। ৩০ মিনিটের বেশী নহে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়া দেওয়া কুলসুম বিবির কর্তব্য কার্য ছিল। ৭টা বাজিলেই উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া পুস্তক পাঠ, না হয় গ্রামোফোন গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা করা। রাত্র আটটা বাজিলে আহার, আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পরে আমার নিজ লিখার কার্য। যেই ১২টা বাজিয়া গেল আমিও শয্যায়। কুলসুম বিবি যে দিন নূতন কোন লিখার কথা শুনিতেন, সেদিন আর শয়ন শয্যায় যাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া গেলে, বিছানায় শুইতেন না। শৌচাগার গমন, বস্ত্র পরিবর্তন, প্রভাতীয় উপাসনা জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে চা আণ্ডা আলু সিদ্ধ আমার জন্য প্রস্তুত।
>
> আমি আমার জীবনের সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুমের জন্য বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি।

২.৪ কুলসুম বিবির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে লেখক অনেক অন্তরংগ তথ্য প্রকাশ করেছেন। কুলসুম অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুশ্রী মহিলা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হন। হাসিভরা মুখ। তবে লেখক বলেছেন যে, কুলসুম তেজস্বী মহিলা ছিলেন, সময় বিশেষে খুবই রেগে যেতেন। যেমন,

> যদিও তাঁহার আহার অতি সামান্য, কিন্তু ক্ষুদা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ক্ষুদা হইলে অস্থির হইতেন। ক্রোধের সীমা থাকিত না। রমজানের রোজার সময় তিনটা চারটার পর বিশেষ আবশ্যক না হইলে তাঁহার নিকট যাইতাম না।

কুলসুম বিবি যৌবনে বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, পুস্তকাদি পড়া বিশেষ যত্ন করে শিক্ষা করেন। তিনি স্বাধীনতা ভালবাসতেন এবং প্রায়ই ‘পদ্মিনী

উপাখ্যানে'র "স্বাধীনতায় হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" আওড়াতেন। স্বামীর বই বিক্রীর টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল বিবি কুলসুমের। এমন কি অর্ডার মোতাবেক ডাকযোগে বই ভি, পি করে পাঠাবার ভারও মীর সাহেব ওঁর ওপর ছেড়ে দেন। "পুস্তক বিক্রয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪৲ আয় হইতে লাগিল"।

কুলসুম বিবি স্বাধীনতা ভালবাসলেও নানা কারণে স্বদেশী আন্দোলন পছন্দ করতেন না। সম্ভবতঃ আন্দোলনকারীদের পছন্দ করতেন না কিম্বা আন্দোলনের পরিণাম সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না।

> ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশজাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগতশ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী। বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ, বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে ?

পত্নীমত অনুমোদন করে মীর বলেন ঃ

> যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুবেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় করিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিত সাধন, সভায় যাইয়া কৃত্রিম ভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।

সভাসমিতিতে যোগদান সম্পর্কে মীর মানসের নির্লিপ্ততা যে সম্ভবত ব্যক্তিগত দ্বেষবিদ্বেষ প্রসূত তা প্রকাশ পেয়েছে কুলসুম বিবির এক পরামর্শে ঃ

> তোমাকে কাব্যবিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছেন! দশ হাজার বিষাদ-সিন্ধু সস্তাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে। মনিবে তিন মাস, চাকরে তিন মাস ঘুরাইয়া দিব্বি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে আনিও না। ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না।

২.৫ মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'। 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যতম শিল্পকীর্তি মানব চরিত্রের রহস্য উন্মোচন। দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি সপত্নীবাদের বহ্নিশিখায় কি করে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, শিল্পী তার

এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। মীর-মানসের এই জীবনদৃষ্টির মূলে হয়তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আজীজন বিবি কুলসুম বিবিকে কখনই সহ্য করতে রাজী হন নি। স্বামীর হৃদয় জয় করার আশা পরিত্যাগ করে সতীনের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন, "মীর সাহেব আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আটিয়াছেন"। চেষ্টা সফল হয় নি, ফল বিপরীত হয়েছে। মীর সাহেব হৃষ্টচিত্তে মন্তব্য করেছেন ঃ

> সপত্নী হিংসাবাদে দিন দিন মনের গতি ও সদিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসননীতি আরম্ভ করিলেন, শাসনে গর্জনে কুলসুম সহিত শক্রতাচরণে, তাহাকে জব্দ করিবার মানসে নানা প্রকার কৌশল জাল গোপনে গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। দিন দিন তিনি এক এক সিঁড়ি মরিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। প্রাচীন কথা,
>
> পিয়া জেসকো চাহে
> ওহি সোহাগন হায়॥

২.৬ গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মীরের সন্তানাদির জন্মের তারিখ এবং জন্মস্থানের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১২৮৬ সালে, ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার দিবাগত রাত্রে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা, ডাক নাম সতী, ভাল নাম রওসান আরা। দুই বৎসর পরে আরেক কন্যা। এক বৎসর বয়সেই এই কন্যার মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর এক পুত্র, ডাক নাম সত্যবান, ভাল নাম মীর এব্রাহিম হোসেন। এই ১২৯২এর দিকে চরম আর্থিক অনটনে সমগ্র পরিবার বিশেষ কষ্ট ভোগ করে। 'ভাতে কাপড়ে কষ্ট।' ১২৯১ সালে মীর সাহেব দেলদুয়ার চলে যান, শ্রীমতী করিমন্নেসা সাহেবার স্টেটের ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে। এই দেলদুয়ারের বাটীতেই ১২৯২ সালের ৯ই আশ্বিন চতুর্থ সন্তান কন্যা আমিনা খাতুন জন্মলাভ করে। ডাক নাম ছিল কুকি। ১২৯৩ সালে একবার লাহিনীপাড়া যান। ১২৯৪ সালের ১লা আশ্বিন জমজ কন্যা জন্ম নেয়। একজনের নাম ছালেহা ওরফে সুনীতি,

অন্যজন সালেমা ওরফে সুমতী। কার্তিক মাসে টাঙ্গাইলের নতুন বাসায় উঠে আসেন। ১২৯৫ সালের ১৩ই মাঘ পুত্র আশরাফ হোসেনের জন্ম, ডাক নাম রণজিত। টাঙ্গাইলের বাসা বাড়ীতেই ১২৯৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ জন্মলাভ করে পুত্র মীর ওমর দরাজ, ডাক নাম সুধন্বা। ১২৯৯এর ২৫শে আষাঢ়, পুত্র মীর মহবুব হোসেনের জন্ম, ডাক নাম ধর্ম্মরাজ। পরে আরও এক কন্যা ও এক পুত্র লাভ ঘটে। শেষের দুজনই সম্ভবতঃ লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করে।

২.৬ এই বইয়ে মীর মশাররফ হোসেন প্রায় কোন কথাই রেখে ঢেকে বলতে চান নি। আত্মকথা বর্ণনা করতে বসে কেবল সত্য, সমগ্র সত্য এবং সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই লিপিবদ্ধ করবেন না, মীর সাহেব অনেক স্থলে এই রকম সংকল্প গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, অকথনীয় প্রসংগের অবতারণা করে আমাদের অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছেন। ১২৯৩-এর দিকে কি করে এক শ্যামবর্ণা ইঙ্গ-বঙ্গ বারবণিতার 'গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল' অবলীলাক্রমে সে-কথা ঘোষণা করেছেন। বিবি কুলসুম যেদিন মহা ক্রোধান্বিতা হোয়ে বাড়ীর এক দাসীকে মারবার জন্য একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে নিয়ে তাড়া করেছিলেন সে দিন নাকি, গ্রন্থকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, মীর সাহেবকে কাতর কণ্ঠে বলতে হয়েছিল, 'আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহারও সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই'। কুলসুম বিবি এক বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মীর সাহেব তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন ঃ

> রাত্রি বারটার পর কুলসুম বিবি লণ্ঠন লইয়া পায়খানায় গিয়াছিলেন। রাত্র বেশী হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট পায়খানায় না গিয়া ঘরের পিছনের দিকে একটি পড়া ঘরের খালি ভিটার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখে আমবাগান, অন্য গাছগাছড়ার সামান্য জংগল,—বসিয়া কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, জংগলের কিনারায় প্রবীণ এক ব্যাঘ্র, লাল রং তাহার উপর কাল ডোরা, মাটীতে বুক ঠেকাইয়া সম্মুখের দুই হাতা মাটিতে

লাগাইতেছে, উঠাইতেছে, লেজটা পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরিয়া উচ্চে নড়াচড়া করিতেছে। বাঘের এই অবস্থা চক্ষে পড়িবা মাত্র বদনা হাতে করিয়া এক দৌড়ে ঘরের বারান্দায় উঠিয়াই পড়িয়া গিয়াছেন। ঘরের মধ্যে যাহারা জাগিয়াছিল তাহারা ঐ অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। মুখে বলিলেন—বাঘ, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। অচৈতন্য, দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছে। আমিনদ্দীন মামু সাহেব মাথায় মুখে জল দিতেছেন।... বাঘ ডাকিয়া গর্জিয়া লণ্ঠনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন সে শিকার নাই। অমনি গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যে ঘরে কুলসুম বিবি ছিলেন সেই ঘরের বেড়া ভাংগিতে লাগিল। হাতা মারিয়া চাটাই বাঁশ চুরমার করিতে লাগিল।... কাঁপুনি গেল না। গায়ে জ্বর আসিল, ঘন ঘন দাস্ত হইতে লাগিল। দুইদিন পর ঈশ্বর ইচ্ছায় আরোগ্য হইলেন।

২.৭ এই বইয়ের অনেক গুণ। রচনা আন্তরিকতাপূর্ণ, তথ্যের উল্লেখ সত্যাশ্রয়ী। চরিত্রসৃষ্টির কৌশল লেখকের আয়ত্তাধীন ছিল বলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে নবজন্ম দান করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ কালের একজন কৃতী পুরুষের দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী রচনা করতে বসে মীর সাহেব একটা মৃত যুগকে চিরকালের জন্য জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন। এই বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রৌঢ়া পত্নীর বিয়োগ ব্যাথায় কাতর এক প্রাচীন পতি-হৃদয়ের দুর্বার শোকোচ্ছ্বাস। গ্রন্থের সর্বত্র এই উচ্ছ্বাসের স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা কেবল ভূমিকার দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করে বিবি কুলসুমের ওপর আমাদের আলোচনা শেষ করছি ঃ

সারাটি দিন খাটিয়া পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় যাহা দেখিয়া মনে শান্তি জন্মিত, অতুল সুখ বোধ হইত, মানসিক গ্লানি, ক্লান্তি শ্রান্তি দূর হইত—দূর হইতে যে হাসির আভা প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইত—তাহা যেন নাই। উপবেশন কক্ষ, শয়ন শয্যা, ভাণ্ডার, স্নানাগার, রন্ধনশালা—মনে মনে মনের আকর্ষণে খুঁজিয়া দেখি—যাহা আমার এই পোড়া চক্ষু দেখিতে চায় তাহা নাই। শয্যায় সে ঘ্রাণ নাই, বালিসে মনপ্রাণহারী

সে ঘোর আঘ্রাণ নাই। স্বভাবতই দেহক্লেদে একরূপ গন্ধ আছে। সে গন্ধ পরিধেয় বসনের বিছানার চাদরে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ নাসিকায় দুর্গন্ধ বোধ করে। কেহ নানাবিধ ফুলের, যথা—যুই জবার—কেহ পদ্ম কেহ নলিনী, কেহ কামিনি, কেহ রজনীগন্ধার, কেহ বা গাঁদার গন্ধের আভাস, পাইয়া আত্মপ্রাণ সঁপিয়া দেয়।

আমি যে ঘ্রাণে আত্মহারা, মাতওয়ারা – যে ঘ্রাণে প্রাণ মন শীতল করিত, তাহা আর এখন পাই না। বাড়ীর সকলেই আছে, সুন্দর শ্যামবর্ণ কাল একবারে সাদা ধবধব তাহাও আছে সকল প্রকার মুখই আছে দেখি, কিন্তু আমি যে মুখ দেখিতে চাই, তাহা দেখিতে পাই না। সে মুখ চাঁদ বদনী নয় — সূর্যমুখী নয়, শুকতারার ন্যায় শুভ্র নয়, অপ্সরা সদৃশ্য সুদৃশ্য কান্তি নয়, সুরপরবাসিনী সুন্দরীগণের ন্যায় মুখের অবয়ব নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গোলাল নহে, একটু দীর্ঘছাঁদের, হাসিভরা মুখখানি দেখিতে চাই। সেই দীর্ঘায়তন চক্ষু দুটীর স্নেহভাব, সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা, পূর্ণ চাহনি দেখিতে চাই, পাই না! কোথায় গেল! ঘরময় খুঁজি পাই না! কোথায় গেল!

আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায় আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, আমার বহুকালের যত্নের ধন বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে, বহু যন্ত্রণা যাতনা গঞ্জনা, আত্মীয় স্বজনের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন রত্ন মাণিক যাহাই বলি — সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ ৪০ বৎসর পরে তাহা হারাইয়াছি।

কে হরিয়া লইল? না স্বইচ্ছায় চলিয়া গেল? না কেহ কোনরূপ কুহকজাল বিস্তার করিয়া, আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি না?··· ··· ····

বিবি কুলসুম আমার জীবনের জীবনী, জীবনের জীবনী নয়ন মন রঞ্জিনী চিত্তহারিণী চিত্তাকর্ষিণী, আমার কানে মধুরভাষিনী, সুহাসিনী, আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদুঃখভোগিনী, মম চক্ষে কমল সদৃশ

> কমলা, সরলা, সতীসাধ্বী বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী দয়াবতী সর্বকার্যে সুমতী, স্নেহবতী সত্যপ্রিয়া, সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী পরিচারিকা, পাচিকা, ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী, পতিগতপ্রাণা, স্বামীসোহাগিণী, প্রণয়িণী, স্বামীপ্রেমে আত্মহারা, স্বামীর গুপ্ততত্ত্ব হৃদয় অভ্যন্তরে সুরক্ষিণী, পরস্পর প্রেমানুরাগ অপ্রকাশ্য ব্যবহার, ভালবাসা প্রেম, লিখন, পঠন, আন্তরিক যত্নে অতি গুপ্তভাবে সংরক্ষিণী, জীবনের সংগিনী, পবিত্র অর্ধাংগিনী, ধর্ম্মপত্নী, একাদশ সন্তানের জননী, আমার বুদ্ধি বিবেকে এত গুণের অধিকারিণী বিবি কুলসুম সুশ্রী ছিলেন না। তাঁহা অপেক্ষা শতগুণ সুশ্রী নারী দুনিয়ায় রহিয়াছে। কিন্তু আমার চক্ষে যাহা তাহা — প্রায় সকলি বলিয়াছি।

ভূমিকার শেষাংশে, গ্রন্থের মূল্য নির্দেশের স্থলেও এ আবেগ অবদমিত থাকে নিঃ

> এ জীবনীর মূল্য নাই, অমূল্য, প্যাকিং খরচ ডাক মাশুল বাবদ মাত্র ৵০ আনা। হাতে হাতে লইলে কিছুই খরচ নাই —

লেখক পরিচিতি

॥ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্, এম. এ. (কলিকাতা),
পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ হরেন্দ্র পাল, এম. এ. (ঢাকা), ডি. লিট্ (কলিকাতা),
অধ্যক্ষ ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥

॥ সৈয়দ মুর্তজা আলী, বি. এস-সি (অনার্স, কলিকাতা),
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আবুল ফজল, এম. এ. (কলিকাতা), অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজ ॥

॥ আহ্‌মদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম. এ., বি. এল. (কলিকাতা),
ডিপ্লো ফোন, ডি. লিট্. (প্যারিস),
সম্পাদক, বাঙলা অভিধান, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ॥

॥ আনিসুজ্জামান, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড),
রীডার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৪। প্রতি সংখ্যা ২'০০।

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬-১৩৬৭। বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭০। প্রতি সংখ্যা ২'৫০।

পুথি-পরিচিতি

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি পরিচয়। সম্পাদক ঃ আহমদ শরীফ। দাম ২০'০০।

আলাউল-বিরচিত 'তোহ্‌ফা' ২'০০

মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ' ২'৫০

মুসলিম কবির পদসাহিত্য ২'৫০

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ

মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত। ২'০০

আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র

অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত। ২'৫০

ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রচিত। ২.৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট ;

নলেজ হোম, নিউ মার্কেট, ঢাকা

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতায়-১২

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ৬১/১, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২